তারিখ ...2017... ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... .

কালের কণ্ঠ

চতুর্থ জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব

শিক্ষার্থীদের ক্যামেরায় দেশ প্রকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আলোছায়ায় ফুটে উঠল জীবন ও প্রকৃতি। মানুষের যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গ, প্রিয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের উল্লাস, খোলা মাঠে শিশুদের উচ্ছলতা, ফ্রেমে ফ্রেমে এসবই ধরা পড়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্যামেরায়। এসব বর্ণিল আলোকচিত্র নিয়ে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারিতে গতকাল শনিবার শুরু হলো তিন দিনের চতুর্থ জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) ও শিল্পকলা একাডেমি যৌথভাবে আয়োজন করেছে এ উৎসব। ১১১টি আলোকচিত্র প্রদর্শিত হবে উৎসবে। আরো আছে তিনটি ফটো স্টোরি। এই আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার দৈনিক কালের কণ্ঠ।

প্রদর্শনীর ১১১টি আলোকচিত্রের মধ্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের ২২টি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ৩৫টি, ফ্রিল্যান্স ও প্রফেশনাল পর্যায়ের ৯টি এবং ডিইউপিএস একাদশ ব্যাচের ১৭টি আলোকচিত্র রয়েছে। এ ছাড়া স্থান পেয়েছে তিনটি ফটো স্টোরি। প্রদর্শনী প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে

এ উপলক্ষে গতকাল সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি থেকে বের করা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিকেলে শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, বর্তমানে ছবি তোলা একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ব্যাপকতা পাওয়া ফটোগ্রাফি বর্তমানে বিশ্ব দরবারে অবদান রাখছে। যেখানে শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও এগিয়েছে অনেকদূর। তবে এই ফটোগ্রাফিকে নেশা থেকে পেশায় রূপ দিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যখন এগিয়ে যেতে চাই তখন পেছন থেকে একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি টেনে ধরে। এমনটা আগে ছিল না। সৃজনশীল হয়ে এদের প্রতিহত করতে হবে। যাতে একটি সুন্দর দেশ ও সুন্দর জীবন পায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদ ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হাসান এ শাফি। বক্তব্য দেন ডিইউপিএস সভাপতি প্যারিস তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক মিমু দাশ।

গীত আখ্যানে হাজার বছরের বাংলা গান

বাংলা গানের হাজার বছরের সুরবৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যময় ভাণ্ডারকে তুলে আনা হলো এক অনুষ্ঠানে। শিরোনাম 'হাজার বছরের বাংলা গান'। বাংলা গানের আদিপর্ব থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত এর গীত প্রকরণ ও গীতশৈলীর উপস্থাপন করা হলো অনুষ্ঠানে। গতকাল সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে এ গীত আখ্যানের আয়োজন করে শিল্পকলা একাডেমি ও সরকারি সংগীত কলেজ।

সংস্কৃতি

হাজার বছরের বাংলা গানকে স্মৃতিময় করে রাখার আয়োজনে বাংলা গানের বিবর্তনকে তুলে ধরা হয় ধারাবাহিকভাবে। গেয়ে শোনানো হয় চর্যাগীতি, নাথগীতি, গীতনৃত্য, কীর্তন, মঙ্গলগীতি, লোকসংগীত, গীতিকা, বাউল গান, মরমী গান, বাংলা টপ্পা, নাট্যগীতি, ধামাইল সংগীত প্রভৃতি। এ ছাড়া তুলে ধরা হয় পঞ্চকবির গান, বাংলা কাওয়ালী ও কাসিদা, গণসংগীত, আধুনিক গান, ভাষার গান, মুক্তিযুদ্ধের গান, চলচ্চিত্রের গান, ব্যান্ডের গান প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। স্বাগত বক্তব্য দেন সরকারি সংগীত কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কৃষ্টি হেফাজ।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্মৃতি নিদর্শন জাতীয় জাদুঘরে

জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে এলো বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মনীষী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্মৃতি নিদর্শন। গতকাল জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরীর কাছে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নাতি ড. নিহাল করিম ও জাহেদ করিম পরিবারের পক্ষ থেকে নিদর্শনগুলো তুলে দেন।

জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী জানান, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্মৃতি নিদর্শন নিয়ে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে নিদর্শনগুলো নিয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করা হবে। আগামী ১১ অক্টোবর সাহিত্যবিশারদের ১৪৬তম জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।